পুকুরের স্থান নির্বাচন

- ✓ নিজস্ব মালিকানাধীন (একক) হলে সবচেয়ে ভাল। লীজ নেয়া পুকুরের ক্ষেত্রে মেয়াদ কমপক্ষে ৩ বছর হলে ভাল হয়। তবে ৫ বছর হলে সবচেয়ে ভাল হয়।
- ✓ বন্যা মুক্ত স্থান ও ভাল যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং মাছ বাজারের কাছাকাছি হওয়া উচিত।
- ✓ বাড়ির নিকটে হলে ভাল, দূরে হলে যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ হতে হবে।
- ✓ দিনে পর্যাপ্ত সূর্যালোক (৬-৮ ঘণ্টা) পানিতে পড়বে এমন স্থান।
- ✓ অল্প কাদাযুক্ত দোআঁশ বা বেলে দোআঁশ মাটি পুকুরের জন্য সবচেয়ে উত্তম।

প্লে-স্টোরে গিয়ে খোঁজ করুন “মৎস্যচাষি স্কুল”

পুকুর খনন

- ✓ যদি নতুন করে পুকুর খনন করতে হয় তাহলে পুকুরটি যাতে আয়তাকার বা বর্গাকার হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- ✓ আবার পুকুরের আয়তন খুব বড় হলে ব্যবস্থাপনা কঠিন হয়ে পড়ে।
- ✓ এজন্য ০.৩৩ একর (১ বিঘা) হতে ০.৫০ একর (১.৫ বিঘা) পুকুর উত্তম।
- ✓ পুকুরটিতে যাতে সবসময় কমপক্ষে ১.৫-২ মিটার পানি থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- ✓ পুকুরের পাড়ের ঢাল কমপক্ষে ১.৫:২ এবং উপরিভাগ ২.৫ মিটার চওড়া হতে হবে।

প্লে-স্টোরে গিয়ে খোঁজ করুন “মৎস্যচাষি স্কুল”

পুকুর প্রস্তুতকরণ

- ✓ **পুকুরের পাড় ও তলা মেরামত:** পানির তলদেশে ১৫ সে.মি. এর অধিক কাদা থাকলে তা অপসারণ করতে হবে। পুকুরের পাড় ভাঙ্গা বা ছিদ্রযুক্ত হলে তা মেরামত করতে হবে।
- ✓ **জলজ আগাছা নিয়ন্ত্রণ:** পানি হতে অতিরিক্ত জলজ উদ্ভিদ বিশেষ করে ভাসমান জলজ উদ্ভিদ সরিয়ে ফেলতে হবে। কিছু পরিমাণ ভাসমান উদ্ভিদ পানিতে রেখে দেওয়া ভাল কারণ গরমের সময় যখন পানির তাপমাত্রা বেড়ে যায় তখন মাছ সেখানে আশ্রয় নিতে পারে।

প্লে-স্টোরে গিয়ে খোঁজ করুন “মৎস্যচাষি স্কুল”

পুকুর প্রস্তুতকরণ (অনাকাঙ্ক্ষিত মাছ/প্রাণী দূরীকরণ)

উপাদান	মাত্রা/ শতাংশ	পানির গভীরতা	প্রয়োগ পদ্ধতি	অবশিষ্ট বিষক্রিয়ার মেয়াদকাল
রোটেনন	১৮-২৫ গ্রাম	৩০ সেমি	৩ ভাগের বিভক্ত করে ২ ভাগ পানিতে গুলে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে ও ১ ভাগ কাঁই করে ছোট ছোট বল তৈরি করে ছিটিয়ে দিতে হবে।	৭ দিন
তামাকের গুড়া	০.৮-১.৫ গ্রাম	৩০ সেমি	পাত্রে ১২-১৫ ঘণ্টা ভিজানোর পর সূর্যালোকিত দিনে ছিটিয়ে দিতে হবে।	৭-১০ দিন
চা বীজের খৈল	১ কেজি	৩০ সেমি	বালতিতে ৩-৪ গুন পানির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে সূর্যালোকিত দিনে	৩-৪ দিন

প্লে-স্টোরে গিয়ে খোঁজ করুন “মৎস্যচাষি স্কুল”

পুকুর প্রস্তুতকরণ (চুন প্রয়োগ)

- পুকুরে প্রতি শতকে ১ কেজি কলিচুন প্রয়োগ করতে হবে। চুন প্রথমে পানির সাথে মিশিয়ে তারপর তা সমভাবে পুকুরের পানিতে ছিটিয়ে দিতে হবে।
- এটি মাটির পাত্রে চুন ঘোলানোর সময় প্রথমে পাত্রটি পানি-পূর্ণ করতে হবে এবং তারপর আস্তে আস্তে পানির মধ্যে চুন ছেড়ে দিতে হবে।
- চুন পুকুরে প্রয়োগের সময় অবশ্যই নাক-মুখ ঢেকে রাখতে হবে।

প্লে-স্টোরে গিয়ে খোঁজ করুন “মৎস্যচাষি স্কুল”

পুকুর প্রস্তুতকরণ (সার প্রয়োগ)

- পুকুরের পানিতে ফাইটোপ্লাংকটন উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য সার প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।
- পুকুরে চুন প্রয়োগের অন্ততঃ ৫-৭ দিন পরে রাসায়নিক সার (শতাংশে ১০০ গ্রাম ইউরিয়া ও ৫০ গ্রাম টিএসপি) ব্যবহার করতে হবে। টিএসপি সার পানিতে সহজে গলে না বিধায় ব্যবহারের ১০-১২ ঘণ্টা আগে এটিকে পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে।
- পুকুর শুকনো হলে সার সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে লাঙ্গালের সাহায্যে মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে।

প্লে-স্টোরে গিয়ে খোঁজ করুন “মৎস্যচাষি স্কুল”

পোনার মজুদ ঘনত্ব

পানির স্তর	প্রজাতি	প্রতি শতকে সংখ্যা
উপরের স্তর	কাতলা	৩-৪
	সিলভার কার্প	৭-১২
মধ্যম স্তর	রুই	৫-৮
তলদেশ/নিম্ন স্তর	মৃগেল	৬-১০
	কমন কার্প (মিরর/স্কেল কার্প)	১-২
সকল স্তর	গ্রাস কার্প	২-৪
	রাজপুটি/সরপুটি	১০-১৫

প্লে-স্টোরে গিয়ে খোঁজ করুন “মৎস্যচাষি স্কুল”

পোনা পরিবহণ ও শোধন

- দূরবর্তী স্থান থেকে পোনা ক্রয়ের সময় পোনার পেট খালি আছে কিনা তা অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে।
- রোগ প্রবণ এলাকায় পোনার সুস্থতা ও রোগ-বালাই মুক্তির লক্ষে পোনা শোধন করে নেয়া হয়ে থাকে।
- এক বালতি পানিতে ১০ লিটার পানি নিয়ে তাতে ২০০ গ্রাম লবণ মিশানোর পর সেই লবণ-পানিতে পোনাকে ৩০ সেকেন্ড গোসল করানোর মাধ্যমে পোনা শোধন করা যেতে পারে।

প্লে-স্টোরে গিয়ে খোঁজ করুন “মৎস্যচাষি স্কুল”

মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা

সম্পূরক খাদ্য সরবরাহঃ

- পুকুরে পোনা মজুদের পর থেকেই দৈনিক নিয়মিত খাদ্য সরবরাহ করতে হয়। সরিষার খৈল, চাউলের কুঁড়া, গমের ভূষি, ফিস মিল ইত্যাদি মাছের সম্পূরক খাদ্য। মাছের সম্পূরক খাদ্যে শতকরা ২০ ভাগ আমিষ থাকলে ভাল ফল পাওয়া যায়।
- বর্তমানে বাজারে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের মাছের খাবার বাজারে পাওয়া যায়, আপনি চাইলে ব্র্যান্ডের মাছের খাদ্যও ব্যবহার করতে পারেন।

প্লে-স্টোরে গিয়ে খোঁজ করুন “মৎস্যচাষি স্কুল”

সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগমাত্রা

পোনা মাছ (দেহ ওজনের শতকরা হার)	আঙ্গুলে পোনা মাছ (দেহ ওজনের শতকরা হার)	বড় বা প্রজননক্ষম মাছ (দেহ ওজনের শতকরা হার)
১০-২০	৫-১০	২-৫

প্লে-স্টোরে গিয়ে খোঁজ করুন “মৎস্যচাষি স্কুল”

মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা (সার প্রয়োগ)

সার	দৈনিক সারের পরিমাণ (গ্রাম)	সাপ্তাহিক সারের পরিমাণ (গ্রাম)	পাক্ষিক সারের পরিমাণ (গ্রাম)	মাসিক সারের পরিমাণ (গ্রাম)
ইউরিয়া	৩-৪ গ্রাম	২৫-৩০ গ্রাম	৫০-৬০ গ্রাম	১০০-১২০ গ্রাম
টিএসপি	৩-৪ গ্রাম	২৫-৩০ গ্রাম	৫০-৬০ গ্রাম	১০০-১২০ গ্রাম
এমপি	১-২ গ্রাম	৭-৮ গ্রাম	১২-১৫ গ্রাম	২৫-৩০ গ্রাম

প্লে-স্টোরে গিয়ে খোজ করুন "মৎস্যচাষ স্কুল"

অন্যান্য ব্যবস্থাপনা

- পুকুরের পানি ভালো রাখার জন্য ১৫ দিন পর পর হররা টেনে দিতে হবে।
- চাষকালীন সময়ে শামুকের আধিক্য পরিলক্ষিত হলে শতাংশ প্রতি ১০০-২০০ গ্রাম ইউরিয়া প্রয়োগে শামুকের আধিক্য কমবে।
- অ্যামোনিয়া গ্যাস দূর করার জন্য অ্যামোনিল (প্রতি একরে ২০০ মি.লি.) ব্যবহার করতে পারেন।
- ১৫ দিনে একবার নমুনা সংগ্রহ করে গড় বৃদ্ধির সাথে সঙ্গতি রেখে মোট খাদ্যের পরিমাণ ঠিক করে নিতে হবে।

প্লে-স্টোরে গিয়ে খোঁজ করুন “মৎস্যচাষি স্কুল”

অন্যান্য ব্যবস্থাপনা

- ক্ষত রোগ থেকে মাছকে মুক্ত রাখতে প্রতি মাসে একবার পুকুরে জিওলাইট অথবা চুন দিতে হবে (শতকে ২০০ গ্রাম)।
- মাছ নিয়মিত খাবার খায় কিনা সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।
- গ্রীষ্মকালে অনেক সময় পুকুরের পানি কমে যায় এবং তাপমাত্রা বেড়ে যায়। তখন অনেক সময় পানিতে অক্সিজেনের ঘাটতি হয়। এরকম পরিস্থিতিতে খাবার প্রয়োগ কমিয়ে দিতে হবে।
- একটানা মেঘলা আবহাওয়ায় কিংবা অতিরিক্ত বৃষ্টি হলে খাবারের পরিমাণ কমিয়ে দিতে হবে অথবা একেবারে বন্ধ করে দিতে হবে।

প্লে-স্টোরে গিয়ে খোঁজ করুন “মৎস্যচাষি স্কুল”

অন্যান্য ব্যবস্থাপনা

- প্রতি ১৫ দিনে একবার প্রোবায়োটিক ব্যবহার করলে মাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে ও পানির পরিবেশ ভাল থাকবে।
- এক পুকুরের জাল অন্য পুকুরে ব্যবহারের আগে ভাল পানির সাথে জিবাণু নাশক পটাশ মিশিয়ে পরিষ্কার করে নিন।
- অনেক সময় বক, মাছরাঙা, জলজ পাখি থেকে রোগ জীবাণুর সৃষ্টি হয়। তাই পুকুরের চারদিকে রঙিন ফিতা টানিয়ে দিন।

প্লে-স্টোরে গিয়ে খোঁজ করুন “মৎস্যচাষি স্কুল”

আংশিক আহরণ

- সাধারণত পুকুরে সব মাছ সমানভাবে বৃদ্ধি পায় না। যেসকল মাছের বৃদ্ধি বেশি হচ্ছে ওসব মাছকে আরো বেশি বড় হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। তাই পুকুর থেকে ছোট মাছ সরিয়ে বিক্রয় করে দিতে হবে কারন যেসব মাছের বৃদ্ধি কম তাদের বড় হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

প্লে-স্টোরে গিয়ে খোঁজ করুন “মৎস্যচাষি স্কুল”

সম্পূর্ণ আহরন

- নিয়মিত আংশিক আহরনের মাধ্যমে ছোট মাছ ধরার ফলে বড় মাছ আরো বড় হ্ওয়ার সুযোগ পাবে। মাছকে পুকুরে বেশি দিন না রেখে বৎসর শেষে পুরাপুরি আহরণ করে পরবর্তী বৎসরের জন্য পুকুর তৈরী করা ভাল।
- বৈশাখ-জৈষ্ঠ মাসে পুকুরে যখন পানি কম থাকে তখন মাছ ধরে ফেলতে হবে।

প্লে-স্টোরে গিয়ে খোঁজ করুন “মৎস্যচাষি স্কুল”

মৎস্যচাষি স্কুল (অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ)

Google Play

Google Play

Government of the People's Republic of Bangladesh
DEPARTMENT OF FISHERIES